জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায়
সক্ষম জনগোষ্ঠী গড়বো আমরা

কম্যুনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)

সহযোগী প্রকল্প ঃ
রিসোলিউট পিপ্‌ল টু এডাপ্ট টু ক্লাইমেট চেঞ্জ (র‍্যাক)

বাস্তবায়নে ❑
পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)

সহযোগিতায় ❑
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

অর্থায়নে ❑
বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেসিলিয়েন্স ফাণ্ড (বিসিসিআরএফ)

POPI BCCRF Bangladesh Climate Change Resilience Fund পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন PKSF

সিসিসিপি প্রকল্প সর্ম্পকে ধারণা

জলবায়ু পরিবর্তন একুশ শতকের একটি অন্যতম বৈশ্বিক ঝুঁকি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বের ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের প্রকৃতি ও বিস্তৃতি সঠিকভাবে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্লান (বিসিসিএসএপি), ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। পরবর্তীতে ২০১০ সালে সরকার বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের আর্থিক সহায়তায় একটি তহবিল গঠন করে যা বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেসিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) নামে পরিচিত। বিসিসিআরএফ-এর গভর্নিং কাউন্সিল এনজিওদের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত ১০ শতাংশ অর্থ পরিচালনার দায়িত্ব পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর উপর ন্যস্ত করেছে। এই লক্ষ্যে পিকেএসএফ, কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি) নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সিসিসিপি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনকল্পে পিকেএসএফ এনজিওসমূহের মাধ্যমে একটি কার্যকর অনুদানভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছে। জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সমাজভিত্তিক অভিযোজন কার্যক্রমসমূহে তহবিল সরবরাহ এবং পিকেএসএফ-এর সাংগঠনিক দক্ষতা আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে প্রকল্পটি নিঃসন্দেহে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। প্রাথমিকভাবে, প্রকল্পটি লবনাক্ততা, খরা ও বন্যা আক্রান্ত তিনটি প্রধান জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কাজ করছে।

রিসোলিউট পিপ্‌ল টু এডাপ্ট টু ক্লাইমেট চেঞ্জ (র‍্যাক)

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলা দেশের অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। ভারতের মেঘালয় পর্বতমালা থেকে আসা ঢলের পানিতে সৃষ্ট বন্যায় প্রতিবছর এ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়। বন্যায় ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয় তলিয়ে যায়, ফসল, গৃহপালিত পশু-পাখি সহ মূল্যবান সম্পদের ক্ষতি হয়। মানুষের জীবন ও জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ অবস্থা মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল এর অর্থ-সহায়তা এবং পিকেএসএফ-এর সিসিসিপি প্রকল্পের সহায়তায় পপি, হালুয়াঘাট উপজেলার আমতৈল এবং নড়াইল ইউনিয়নে Resolute people to Adapt to Climate Change (RAC) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্প এলাকার জনগণকে সম্পৃক্ত করে পিআরএ পদ্ধতিতে সামাজিক মানচিত্র ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। উপকারভোগী নির্বাচনে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ও অতি-দরিদ্র পরিবারসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

আরএসি (র‍্যাক) প্রকল্পের লক্ষ্য

প্রকল্প এলাকার ৬০০ পরিবারের ১১৫০০ জনগোষ্ঠীর বন্যা-ক্ষতির ঝুঁকিমুক্ত জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

- বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর নিরাপদ বসতভিটা নিশ্চিতকরন।
- লক্ষিত জনগোষ্ঠীর বন্যা উপযোগী নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা জোরদারকরন।
- লক্ষিত জনগোষ্ঠীর ছাগল/ভেড়া/হাঁস এর জন্য বন্যা উপযোগী নিরাপদ শেড নির্মাণ।
- লক্ষিত জনগোষ্ঠীর বন্যা উপযোগী আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থা জোরদারকরন।

প্রকল্পের সময়কাল ঃ জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৬।

প্রকল্প এলাকা

ময়মনসিংহ জেলাধীন হালুয়াঘাট উপজেলার আমতৈল ও নড়াইল ইউনিয়ন।

প্রকল্পের বরাদ্দ

প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দ ১কোটি ৬৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩৫০ টাকা। এর মধ্যে স্থানীয় জনগণের অনুদান ৮,৯৫,০০০ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা পপি'র অনুদান ৬,৯৮,৩৫০ টাকা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- বসতভিটা উঁচুকরন
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন
- টিউবওয়েল স্থাপন
- স্কুল / বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র / কবরস্থানে মাটি ভরাট করা
- হাঁস / ভেড়া / ছাগলের শেড নির্মান
- প্রশিক্ষণ।

বিনিয়োগ পরিকল্পনা

বসতভিটা উঁচুকরণ	- ৩৫০ পরিবার
হাঁস/ভেড়া/ছাগলের শেড নির্মান	- ৩৫০ টি
বিদ্যালয় মাঠ-কাম- বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র মাটি ভরাট করা	- ০২টি
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন	- ১০০টি
টিউবওয়েল স্থাপন	- ৮০টি
দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	- ৬০০ উপকারভোগী

প্রত্যক্ষ উপকারভোগী / অংশগ্রহণকারী

হালুয়াঘাট উপজেলার আমতৈল এবং নড়াইল ইউনিয়নের অধিবাসীদের মধ্য থেকে মোট ৬৫৯টি পরিবারকে প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পিআরএ পদ্ধতি অনুসরণ করে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সামাজিক মানচিত্র অনুশীলন এবং সম্পদভিত্তিক স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট সমাজের জনগণই উপকারভোগী চুড়ান্ত বাছাই করেছেন। নির্বাচিত উপকারভোগীদের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

- প্রান্তিক এবং ভূমিহীন পরিবার
- বন্যা কবলিত
- বিত্তহীন
- ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষী
- স্বল্প আয় এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীন
- বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্ত মহিলা
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ

প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য

উপকারভোগী নির্বাচন, প্রোফাইল তৈরী এবং দল গঠন

কর্মএলাকার জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারগুলোকে প্রকল্পের উপকারভোগী হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে এবং নির্বাচিত উপকারভোগী পরিবারের প্রোফাইল তৈরী করা হয়েছে। প্রতিটি উপকারভোগী পরিবার থেকে একজন করে সদস্য নিয়ে ২৫-৩০ সদস্য বিশিষ্ট মোট ২৭ টি দল গঠন করা হয়েছে। দলের সদস্যগণ প্রতি মাসে দুইটি সভায় বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন।

প্রকল্প অবহিতকরণ কর্মশালা

গত ১৮ নভেম্বর ২০১৪ খৃস্টাব্দ তারিখে হালুয়াঘাট উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে র‍্যাক প্রকল্পের অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল। উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব ফারুক আহমেদ খান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। আমতৈল এবং নড়াইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ছাড়াও উপজেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, উপজেলার বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, এনজিও কর্মকর্তা এবং কর্মএলাকার উপকারভোগী পরিবারের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ এবং বাস্তবায়ন কৌশল উপস্থাপন করা হয়।

দলীয় সভা

প্রকল্পভুক্ত ৬৫৯টি উপকারভোগী পরিবারকে মোট ২৭টি দলের মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়েছে। প্রতিটি দলের সদস্য সংখ্যা ২৫-৩০ জন। প্রতি মাসে প্রত্যেক দলে ২টি করে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জলবায়ু পরিবর্তন এর প্রভাব এবং অভিযোজন কৌশল বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া পরিবারভিত্তিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার ধরণ নির্ধারণও সভার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিসমূহ কমিয়ে আনতে দলীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং অনেক পরিবার হাঁস-মুরগী পালন, ছাগল পালন ও সবজি চাষে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। সদস্যগণ বসত বাড়ীর আশে পাশে পরিবেশ বান্ধব বৃক্ষরোপন শুরু করেছে।

বসতভিটা উঁচুকরন

বন্যার পানির স্তর বসতভিটার উচ্চতা অপেক্ষা বেশি হওয়ায়- প্রতিবছরই দরিদ্র মানুষদের বসতঘরগুলো বন্যার সময় ডুবে যায়। প্রকল্পের লক্ষমাত্রা অনুযায়ী নির্বাচিত ৩৫০টি পরিবারের বসতভিটা উঁচুকরনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নতুন বসতভিটায় সবাই নতুন এবং অপেক্ষাকৃত মজবুত ঘর নির্মান করেছেন। প্রতিটি বাড়ির আঙিনায় শুরু হয়েছে সবজি চাষ। বন্যায় আক্রান্ত হওয়ার দুর্ভাবনামুক্ত পরিবারগুলো এখন এক সোনালী দিনের নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

ছাগল পালনের ঘর (শেড) নির্মান

প্রকল্প এলাকায় ছাগল পালন একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগ হলেও ছাগল পালন উপযোগী ঘর না থাকায় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবছর অনেক ছাগল মারা যায়। প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা পেলে দরিদ্র পরিবারগুলো ছাগল পালন করে অনেক লাভবান হবে এবং এটি একটি জলবায়ু অভিযোজনমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে জনপ্রিয় হবে। যাদের কমপক্ষে ২টি ছাগল আছে তারা এই সহযোগিতা পাবেন। ছাগলের শেড নির্মানের পাশাপাশি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ছাগল প্রতিপালনের উপর প্রতিটি পরিবারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে মাটি ভরাট

প্রকল্পের আওতায় কর্মএলাকার দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ মাটি ভরাট করার মাধ্যমে সংস্কার করা হবে। চকেরকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কাওয়ালীজান সর. প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এ কার্যক্রমের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। কার্যক্রমের ফলে স্কুল মাঠটি বন্যাকালীন সময় মানুষ এবং গবাদী পশুর আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। তাছাড়া, স্বাভাবিক সময়ে মাঠ দুটি শিশুদের খেলাধুলার পরিবেশ নিশ্চিত করবে, যা স্কুলে শিশুদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করবে এবং ঝরে পড়া রোধে ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল ও নীতিমালা

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামো (ইএমএফ)

পপি, যে কোন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিবেশের যাতে কোনরূপ ক্ষতিসাধন না হয় তার উপর গুরুত্বারোপ করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করা পপি'র অন্যতম লক্ষ্য। স্থায়িত্বশীল পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য আরএসি প্রকল্পে একটি সমন্বিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো বা ইএমএফ অনুসরণ করা হয়। এই কর্মকাঠামো অনুসারে প্রণীত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মনিটরিং করা হচ্ছে। এজন্য পিএমইউ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা মনিটরিং ফরমেট ব্যবহার করা হয়। কর্মএলাকায় টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পপি ''পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামা'' পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে। যে কোন কর্মসূচির স্থান নির্বাচনের পর পরিবেশের উপর প্রস্তাবিত কার্যক্রমের প্রভাব এবং সম্ভাব্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বিষয়ক 'পরিবেশ মূল্যায়ন প্রতিবেদন' প্রস্তুত করা হয়।

সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামো (এসএমএফ)

সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামো (এসএমএফ)'র লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিশ্চিত করে অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা। উপরন্তু প্রকল্পের চাহিদা নিরূপণ, প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনসৃষ্ট ঝুঁকির সামাজিক এবং জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে সমন্বিত করা বিষয়ে এসএমএফ নির্দেশনা প্রদান করে।

পপি-আরএসি প্রকল্পে সামাজিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে। এছাড়া উপকারভোগী নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এবং অভিযোজন কৌশল নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সিসিসিপি প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মনিটরিং পদ্ধতি ব্যবহার করে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামোর অগ্রগতি যাচাই করা হবে।

ক্রয় পদ্ধতি / নীতিমালা

প্রকল্পের সম্পদ সংগ্রহ এবং ক্রয় কার্যক্রমে সিসিসিপি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রণীত ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে। এ নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখা। সিসিসিপি'র অপারেশনাল ম্যানুয়েল অনুসরণ করে প্রকল্পের সকল ক্রয় সম্পাদন করা হয়। ক্রয় কার্যক্রমে পপি-আরএসি প্রকল্প RFQM পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (সিএইচএম)

সিএইচএম মূলতঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিশেষতঃ ক্রয় সংক্রান্ত অভিযোগ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সিসিসিপি কর্তৃপক্ষ এবং পিকেএসএফ এর নিজস্ব পদ্ধতি। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে জবাবদিহিতা এবং সুশাসন নিশ্চিত করা। দেশের প্রচলিত আইন এবং বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য এক্ষেত্রে সিএইচএম পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট (পিপিএ) ২০০৬ এর সেকশন ২৯ ও ৩০ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)) ২০০৮ এর ধারা ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯ এবং ৬০ অনুসরণ করে।

অসন্তোষ প্রতিবিধান পদ্ধতি (জিআরএম)

অসন্তোষ প্রতিবিধান পদ্ধতি (জিআরএম) কেন্দ্রীয়ভাবে (পিকেএসএফ) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরিবেশ এবং সামাজিক বিষয়ে যে কোন ধরণের অভিযোগ / অসন্তোষ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। র‍্যাক প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় নড়াইল ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং আমতৈল ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম শফিক সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এলাকার অসন্তোষ / অভিযোগ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফোকাল পারসন হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

প্রকল্পের স্থায়িত্বশীলতা

পপি-আরএসি প্রকল্প জনগণের অংশীদারিত্বমূলক প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্থানীয় জনগণকে উন্নয়নের মুলধারায় সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে জনগণের জন্য একটি স্থায়িত্বশীল প্ল্যাটফর্ম তৈরী করবে। লক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং প্রকল্পের অন্যান্য জড়িতপক্ষ প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে যা প্রকল্প পরবর্তী সময়ে অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। জনগণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। পপি অত্র প্রকল্পের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও শিখন সংস্থার ওয়েবসাইট সহ বিভিন্ন সভা, সেমিনার এবং অন্যান্য মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আশা করা যাচ্ছে, এধরণের প্রচারণামূলক ব্যবস্থা ভবিষ্যতে এজাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে দাতা সংস্থাকে উদ্বুদ্ধ করণে সহযোগিতা করবে।

সম্ভাব্য ভবিষ্যত অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা

- দুর্যোগ সহনশীল গভীর নলকূপ স্থাপন
- হাঁস / ছাগল পালনের জন্য শেড নির্মান
- বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র কাম স্কুল মাঠ সংস্কার
- আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি।

যোগাযোগ

মুর্শেদ আলম সরকার, নির্বাহী পরিচালক
পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)
৫/১১-এ, ব্লক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা - ১২০৭।
ফোন ঃ ৯১২১০৪৯, ৯১৩৭৭৬৯, ইমেইল ঃ info@popibd.org
ওয়েবসাইট ঃ www.popibd.org

প্রকল্প কার্যালয় ঃ
মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী, পপি-আরএসি প্রকল্প
রঘুনাথপুর (ফায়ার সার্ভিসের নিকটে)
উপজেলা ঃ হালুয়াঘাট, জেলা - ময়মনসিংহ।
মোবাইল ঃ ০১৭১৬-৭৮৬২২৫, ইমেইল ঃ zahir94@ymail.com